প্রথম আলো

তারিখ ... 09 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

# মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তিতে জালিয়াতি!

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় জালিয়াতি করে ভর্তির অভিযোগ উঠেছে। ওই বিভাগের এক শিক্ষার্থী জালিয়াতির কথা স্বীকার করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষাথী ও এক কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ওই শিক্ষার্থী জানান, ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের কলা অনুষদের বিভাগভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষায় মানবিক শাখা থেকে তিনি মেধাতালিকায় ২০তম স্থান লাভ করেন। কিন্তু বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় মানবিক শাখা থেকে ছাত্রীদের আসন ছিল মাত্র ছয়টি। এ বিষয়ে ওই বিভাগের পরিচিত কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন, ২০তম স্থান থেকে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে তাঁর পূর্বপরিচিত ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের রিয়াজুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলেন। রিয়াজুল তাঁকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি করানোর আশ্বাস দেন। কিন্তু তাঁর কোনো মুক্তিযোদ্ধা সনদ নেই জানালে রিয়াজুল জানান, তাঁর এক বান্ধবীর দূরসম্পর্কের নানা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শাখায় চাকরি করেন। তাঁর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি করানো যাবে। পরে জালিয়াতির পুরো প্রক্রিয়াটি তদারক করেন তিনি। এর জন্য রিয়াজুল তাঁর কাছে চার লাখ টাকা দাবি করেন। পরে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকায় তিনি ভর্তি হতে রাজি হন।

> অভিযোগের বিষয়ে রিয়াজুল ইসলাম বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কাউকে কিছু বলব না। প্রশাসন জানতে চাইলে তাদের কাছে আমি জবাব দেব।'

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রায় এক মাস পর বরিশালের ডাচ-বাংলা ব্যাংকের একটি শাখায় রিয়াজুলের হিসাবে ওই শিক্ষার্থীর এক ভাই ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা জমা দেন। এরপর মুক্তিযোদ্ধা কোটায় উত্তীর্ণ হলে তিনি নিজেই ওই হিসাবে আরও এক লাখ টাকা জমা দেন। এরপর যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসেন, সেদিন নগদ এক লাখ টাকা তুলে দেন রিয়াজুলের হাতে। ওই দিন তিনি জানতে পারেন শিক্ষা শাখার প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন সেই ব্যক্তি, যিনি মুক্তিযোদ্ধা কোটায় তাঁকে ভর্তি করাচ্ছেন। এদিকে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ তৈরি করতে খরচ হয়েছে দাবি করে ভর্তির পর তাঁর কাছ থেকে আরও ১০ হাজার টাকা আদায় করেন রিয়াজুল।

ওই শিক্ষার্থী বলেন, 'গত মাসের শুরুর দিকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় জালিয়াতির অভিযোগ উঠলে রিয়াজুল আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেন। এ নিয়ে আমি আমার বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি।'

অভিযোগের বিষয়ে রিয়াজুল ইসলাম বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কাউকে কিছু বলব না। প্রশাসন জানতে চাইলে তাদের কাছে আমি জবাব দেব।'

আর বিল্লাল হোসেনের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠলে ৫ মার্চ বিল্লাল হোসেনকে শিক্ষা শাখা থেকে এস্টেট কার্যালয়ে বদলি করা হয়। এদিকে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগেও মুক্তিযোদ্ধা কোটায় জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তির অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে এস্টেট কার্যালয়ের এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবরেজিস্ট্রার (শিক্ষা) মোহাম্মদ আলী বলেন, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বর্ষেরও দেখা হবে।

মুক্তিযোদ্ধা কোটায় জালিয়াতি করে ভর্তির বিষয়ে সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হোসেন বলেন, 'অভিযোগের কথা আমরা শুনেছি। এটি তদন্ত করতে খুব দ্রুত আমরা কমিটি গঠন করব।'